বাংলাদেশ সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বাংলাদেশকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই দেশের ইসলাম ধর্মীয় ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি আন্তরিকতায় যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, এই সমস্যার নিশ্চয়ই একটি গঠনমূলক সমাধান সম্ভব।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের মতোই গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং মুক্তবাজার নীতিতে বিশ্বাসী। যুক্তরাষ্ট্রের মতোই সর্বত্র শান্তি, নিরাপত্তা ও উত্তেজনা প্রশমনে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাবার পক্ষপাতী। শেখ হাসিনা মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় গ্যাস রফতানি সম্পর্কে বাংলাদেশের ভাবনা, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের বৈধ করে নেয়ার অনুরোধ, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রফতানি বৃদ্ধি, বাংলাদেশের উন্নয়ন কাজে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনারও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা আগামী ৫০ বছরের জন্য গ্যাস মজুদ রাখার পর তা রফতানির চিন্তা করব। একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফেরত পাঠানোর জন্যও মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুরোধ জানান।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একান্ত ও আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে দুই নেতা এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের কয়েকটি প্রশ্নেরও জবাব দেন। আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুই নেতা তাঁদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। দেশী-বিদেশী পত্রিকা, সংবাদ সংস্থা ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দুই শতাধিক সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এই সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, বাণিজ্যমন্ত্রী আবদুল জলিল, অর্থমন্ত্রী শাহ কিবরিয়া, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, মার্কিন পরপরাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইট, বাণিজ্যমন্ত্রী উইলিয়াম ডেলিসহ দুই দেশের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দুপুর দেড়টা, প্রখর রৌদ্র তখন ঢাকার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে অপেক্ষা করছেন দেশী-বিদেশী দুই শতাধিক সাংবাদিক। সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে বারান্দায় ব্যবস্থা করা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দাঁড়াবার জায়গা। সাংবাদিকরা বসে আছেন বারান্দার সামনে। খোলা আকাশের নিচে মার্কিন স্টাইলে এই সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হয় বেলা ১-৩৫ মিনিটে। কালো স্যুট, সাদা শার্ট এবং লাল রঙের টাই পরিহিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ক্রিম রঙের জামদানি শাড়ি পরিহিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের সামনে এসে দাঁড়ান। প্রথমে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সময় নেন দশ মিনিট। পরে ক্লিনটন বক্তৃতা করেন ৫ মিনিট এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন ৫ মিনিট। সব মিলিয়ে ২৫ মিনিটের সাংবাদিক সম্মেলনে উঠে আসে দুই নেতার মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক এবং একান্ত সাক্ষাতের বিভিন্ন দিক, বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্পর্কে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বলেন, আজ আমরা ঢাকায় বিভিন্ন জাতি ও মতের লোক মিলিত হয়েছি একটি অভিন্ন ভবিষ্যত নির্মাণের লক্ষ্যে। তিনি বলেন, আমিই প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি বাংলাদেশ সফর করলেন। তবে আমি নিশ্চিত যে এটি শেষ নয়। বাণিজ্য সম্প্রসারণ, ইন্টারনেট বিপ্লব, শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য আমাদের উভয়ের প্রচেষ্টা দুই দেশকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।

তিনি বলেন, ২৯ বছর আগে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সমর্থন ছাড়াই বাংলাদেশ এক অসাধারণ যুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে, যে সমর্থন তাদের প্রাপ্য ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। সেই থেকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সম্মান কুড়িয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞ বাংলাদেশ বসনিয়া এবং কসোভো যুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে জাতিসংঘ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ প্রথম রাষ্ট্র যারা সিটিবিটিতে স্বাক্ষর করে শান্তির মনোভাব প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক, প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা, শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করার বিষয় স্থান পেয়েছে। আজ আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ দূষণমুক্ত, জ্বালানি সম্পদের উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ৫০ মিলিয়ন ডলার আইডিএ ঋণ দেয়া হবে। জাতিসংঘের ঘোষিত পুরনো ঋণ নতুন করে বিন্যাস করা সংক্রান্ত নীতিতে বাংলাদেশ প্রথমই সুযোগ পাবে। আমি আরও ঘোষণা করতে চাই, আমাদের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও কৃষি বিভাগ বাংলাদেশের খাদ্য সাহায্যের জন্য ৯৭ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করবে। এছাড়া বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পাদিত পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তিটি নবায়নের জন্য আমি আজই তা কংগ্রেসে পাঠাব।

ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশে সফর কি বিশেষ কোন্ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে– এমন একটি প্রশ্নের জবাবে ক্লিনটন বলেন, আমি মনে করি এই জাতির জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে। এই জাতি দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম সিটিবিটি স্বাক্ষর করেছে, এরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করছে, তারা গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ, শিশুদের কল্যাণে এরা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এইসব কারণেই আমি বাংলাদেশ সফরের জন্য আগ্রহী হয়েছি। আমি যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের দীর্ঘ সহযোগিতার সম্পর্ক কামনা করি।

সিরিয়া-ইসরাইল আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কি না জানতে চাওয়া হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সফর শেষেই আমি জেনেভা যাব এবং সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের সঙ্গে কথা বলব। আমি আশা করি এতে মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান উত্তেজনা নিরসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিকে কিভাবে দেখেন– প্রশ্নের জবাবে ক্লিনটন বলেন, এ বিষয়ে আমি যত কম বলি ততই ভাল। এটি একটি বড় ব্যাপার। তোমরা জেনেছ যে যুক্তরাষ্ট্রে আমিও এ ধরনের একটি বিরোধিতামূলক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলাম। গণতান্ত্রিক পরিবেশে এ ধরনের পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আমি মনে করি নিশ্চয়ই এই সমস্যার একটি শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটবে।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত কাগজপত্রবিহীন বাংলাদেশীদের একটি সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে বৈধ করা হবে কি না প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রে একটি আইন রয়েছে। আমার করণীয় সম্পর্কেও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে আমরা ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন, অনেক বাংলাদেশী মার্কিন নাগরিক রয়েছেন যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনেক অবদান রেখেছেন। এঁদের একজন ওসমান সিদ্দিকী আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, যিনি ফিজিতে আমাদের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করছেন।

কি ধরনের নিরাপত্তার কারণে আপনি গ্রামে যাওয়ার কর্মসূচীটি বাতিল করেছেন এবং পাকিস্তান সফরের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা রয়েছে কি না প্রশ্নে ক্লিনটন বলেন, প্রশ্নের প্রথম অংশের জবাব আমি দিতে চাই না। তবে একথা ঠিক যে এখানে আসা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল এটি দেখা যে তাদের বন্ধুরা ভবিষ্যতের জন্য কি ধরনের কঠোর পরিশ্রম করছে। আমি গ্রাম দেখতে যেতে পারিনি কিন্তু গ্রামবাসীরা আমাকে দেখার জন্য এখানে এসেছে। এতে আমার নতুন ধারণারও জন্ম হয়েছে। মার্কিন সংবাদ মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের কথা আমি অনেকবার বলেছি, যা তারা গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে ২০ বছর আগে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আমি কথাও বলেছি। আজ আমি এই ধারণার প্রবক্তা মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে দেখা করে সম্মানিত হব। এখন সারা বিশ্ব এই ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেছে, যুক্তরাষ্ট্র এই খাতে এক বছরে দুই মিলিয়ন ডলার ঋণ বরাদ্দ করেছে।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলনে দেয়া বক্তৃতায় বলেন, ক্লিনটনের সফর দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসাবে কাজ করবে। আমাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় যেসব বিষয় এসেছে তার মধ্যে গ্যাস রফতানির ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ৫০ বছরের গ্যাস মজুদ রাখার পর আমরা গ্যাস রফতানির চিন্তা করব। আমরা যুক্তরাষ্ট্রে কাগজপত্র ছাড়া বসবাসরত বাংলাদেশীদের নিয়মিত করার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছি। আমরা বলেছি, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও মুক্তবাজার নীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন মত পোষণ করি। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বৃহত্তর রফতানি বাজার। ১৯৯৮-৯৯ সালে আমরা দু' শ' কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছি। এ প্রসঙ্গে আমি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আমাদের উদার অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করেছি এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত ও কোটামুক্ত প্রবেশসহ তৈরি পোশাক রফতানির ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেছি। জ্বালানি খাতে সহযোগিতার বিষয়ে উভয় দেশ বাংলাদেশে বিপুল সম্ভাবনার কথা স্বীকার ও সহযোগিতা জোরদারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি কৌশলগত বাস্তব চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ঋণ লাঘব এবং ১৯৯৮ সালের গ্রীষ্মকালীন বন সংরক্ষণ আইনের অধীনে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সুদ ব্যবহার সংক্রান্ত দু'দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় আমরা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে পিএল ৪৮০-এর অধীনে আমাদের ঋণ মওকুফের জন্য অনুরোধ জানাই। প্রোগ্রামার, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার এবং তথ্য প্রযুক্তিতে পেশাদার বাংলাদেশী যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে যক্তরাষ্ট্রও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনে সহায়তা দিতে পারে। এতে বাংলাদেশে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ফেরত পাঠানোর জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছি। আমরা মনে করি খুনীদের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ রয়েছে। আইনের শাসন সমুন্নত বিশ্বের বৃহত্তম এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এদের ঠাঁই হতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সহানুভূতিপূর্ণ সাড়ায় আমি অভিভূত। সবশেষে বাংলাদেশী জনগণের কল্যাণ কামনায় বিল ক্লিনটন যে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন এজন্য তাঁকে আমরা জাতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।